"শতবর্ষের সাক্ষী
তুমি হে মহান
জন্ম তোমার
ইতিহাস হবে
দেশ হবে মহীয়ান
তুমি বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান।"

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

সংখ্যা ৫৮

সংগ্রাম বার্তা

একটি উপকূলীয় উন্নয়ন সাময়িকী

১৬ তম বর্ষ

জানুয়ারি ২০২০

সংগ্রাম'র কর্মী সমাবেশ

সংগ্রাম'র ব্যাপক আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো সংগ্রাম'র কর্মী সমাবেশ। ১২ ডিসেম্বর বরগুনার বঙ্গবন্ধু স্মৃতি কমপ্লেক্স সংগ্রাম'র ৭০০ লোকবলের পদচারণায় মুখর ছিলো সারাদিন। প্রধান অতিথি পিকেএসএফ'র উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব ড. মো. জসীম উদ্দিন স্যার এই দিনকে আরো পূর্ণাঙ্গতা দান করলেন।

বেলা ১০ টায় নারী কর্মীদের লাল-সবুজের শাড়ি আর পুরুষ কর্মীদের কালো প্যান্টের সাথে সাদা গেঞ্জির সমাহারে শোভাযাত্রা শুরু হয়। বরগুনা শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে ফিরে আসে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি কমপ্লেক্সে। সেখানে সকলকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয় প্রধান ফটকের অভ্যন্তরে। বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্প অর্পন শেষে পতাকা বেদিতে মিলিত হন অতিথিগণ। জাতীয় সঙ্গীতের সাথে পতাকা উত্তোলিত হয়। এরপর শ্বেত কপোত উড়িয়ে দিবসের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। মঞ্চে সম্মানীত অতিথিগণ আসন গ্রহন করেন। প্রধান অতিথি পিকেএসএফ'র উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব ড. মো. জসীম উদ্দিন স্যার। সভাপতিত্ব করেন সংগ্রাম'র কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি জনাব অধ্যক্ষ মো. জিয়াউল করিম। বিশেষ অতিথি ছিলেন সংগ্রামের নির্বাহী পরিচালক জনাব চৌধুরী মোহাম্মদ মাসুম ও পিকেএসএফ'র উপ-মহাব্যবস্থাপক জনাব দিলীপ কুমার চক্রবর্ত্তী। প্রধান অতিথির সফরসঙ্গী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ'র ব্যবস্থাপক জনাব মো. লুৎফর রহমান ও পিকেএসএফ'র ব্যবস্থাপক জনাব মো. রুহুল আমীন। সম্মানীত অতিথি হিসেবে ছিলেন সংগ্রাম'র সাধারণ পরিষদের সদস্যবৃন্দ।

মূল অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে সংগ্রাম'র বাস্তবায়িত ১১টি প্রকল্পের তথ্য উপস্থাপণ করা হয়। বিশেষ করে ঋণ কর্মসূচির টার্গেট, অর্জন ও চ্যালেঞ্জ এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবলায় উপায় তুলে ধরেন। এই অনুষ্ঠানের মূল বিষয় ছিলো ৬ জন সফল উদ্যোক্তা এবং ৬ জন বিভিন্ন প্রকল্পের সফল ব্যক্তিকে সম্মাননা প্রদান। এর আলোকে সফল বুনিয়াদ ঋণী জনাব হালিমা বেগম, জাগরণ ঋণী জনাব মো. এনায়েত হোসেন, অগ্রসর ঋণী জনাব মো. কবির চৌধুরী, সুফলন ঋণী জনাব মো. দুলাল হোসেন, আইজিএ ঋণী জনাব মো. সোহেল হোসেন ছগির, উদ্যমী সদস্য জনাব লালবরু, সমৃদ্ধ বাড়ি সদস্য জনাব সালমা কাজী, শিক্ষাবৃত্তি গ্রহন করে সফল মো. সোলায়মান, পিএইচআরপিবিডি'র প্রতিবন্ধী সদস্য জনাব মো. বেলাল হোসেন আকন, কাকড়া চাষী জনাব উত্তম মজুমদার, মুগডাল চাষী জনাব আ: বারেক, বাঁশবুনিয়া সফল কিশোরী ক্লাবকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। পরে সংগ্রাম'র ঋণ কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য সফলতা সৃষ্টিকারি ফিল্ড অফিসার মো. মনিরুজ্জামান, হিসাবরক্ষক মো. সোহাগ মিয়া, ব্যবস্থাপক জনাব মো. কাওসার আলী, এরিয়া ম্যানেজার মো. রিপন মিয়াকে সম্মাননা প্রদান করা হয়।

সবশেষে উৎসব মুখর এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বক্তব্য রাখেন এবং তাঁর দিকনির্দেশনা মূলক বক্তব্যে কর্মীগনের মনোবল আরো বাড়িয়ে তোলেন। বিকালে সংগ্রাম কর্মীদের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমাবেশ'র সমাপ্তি হয়।

এলনা প্রজেক্ট'র আওতায় ৩দিনব্যাপি অ্যাডভোকেসি অ্যান্ড ইনফ্লুয়েনসিং প্রশিক্ষণ

এম্পাওয়ারিং লোকাল এন্ড ন্যাশনাল হিউম্যানিটারিয়ান এ্যাক্টরস (এলনা) প্রজেক্ট'র আওতায় সংগ্রাম'র আয়োজনে তিন দিনব্যাপি লিড এ্যাক্টরস স্টাফদের অ্যাডভোকেসি অ্যান্ড ইনফ্লুয়েনসিং স্ট্রাটেজি বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৩০ নভেম্বর থেকে ২ ডিসেম্বর সময়কালের এই প্রশিক্ষণ স্থানীয় আরডিএফ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে প্রশিক্ষণ উদ্বোধন করেন কোডেক'র পরিচালক অর্চনা পাল। অন্বেষা সমাজ উন্নয়ন সোসাইটি'র নির্বাহী পরিচালক মো. শামসুদ্দীন খাঁনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন কোডেক-এলনা প্রকল্পের প্রজেক্ট ম্যানেজার শংকর কুমার বিশ্বাস, ডোক্যাপ'র নির্বাহী পরিচালক মো. মাসুদ আলম। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন সিডিডি (সেন্টার ফর ডিজএ্যাবিলিটি ইন্ ডেভেলপমেন্ট)-এর থিমেটিক এক্সপার্ট মো. জাহাঙ্গীর আলম। এই প্রশিক্ষণে বরগুনার সাতটি এনজিও'র ২৫জন প্রতিনিধি অংশগ্রহন করেন। এলনা প্রকল্পের আওতায় দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে বরগুনার স্থানীয় এনজিও সমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

মানসিক অসুস্থ ব্যক্তিদের জন্য বিনামূল্যে অসুস্থতা নিরূপণ ক্যাম্প

পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় ২৬ নভেম্বর ৫০জন মানসিক অসুস্থ ব্যক্তিদের বিনামূল্যে ক্যাম্প'র মাধ্যমে চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে। সংগ্রাম'র আয়োজনে পিএইচআরপিবিডি প্রকল্পের মাধ্যমে মানসিক অসুস্থ ব্যক্তিদের এই ক্যাম্প কলাপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। ক্যাম্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলাপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. চিন্ময় হাওলাদার, ডা. জেএইচ খান লেলিন, সংগ্রামের পরিচালক (অর্থ) রেশমাতুজ্জামান, পিএইচআরপিবিডি প্রকল্পের কনটাক্ট পারসন মো. মাসউদ সিকদার ও পিএইচআরপিবিডি প্রকল্পের অ্যাপেক্সবডি সভাপতি সুমন দেউরী।

চিকিৎসা প্রদান করেন খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ ডা. সৈয়দ মাহবুবে কিবরিয়া। কলাপাড়া উপজেলার ৫০ জন মানসিক অসুস্থ ব্যক্তিদের এই ক্যাম্পের মাধ্যমে চিকিৎসা প্রদান করা হয়। পাশাপাশি এসকল রোগিদের পরিচর্যাকারীদের পরামর্শ দেওয়া হয়। ক্যাম্প পরবর্তী ফলোআপ চিকিৎসা কিভাবে এগিয়ে নেয়া হবে সে ব্যাপারে কলাপাড়া হাসপাতালের ডাক্তারদের সাথে আলোচনা করে সেবা নির্ধারণ করা হয়। এই ক্যাম্প পরিচালনা করেছে পিএইচআরপিবিডি প্রকল্পের অ্যাপেক্সবডির আবদুল মালেক, আকলিমা বেগম, সোহাগ হোসেন, লিপি রানী, মো. হারেস প্রমুখ।

নারী ও শিশু নির্যাতন বিষয়ক মতবিনিময় সভা

প্রমোশন অব হিউম্যান রাইটস্ অব পারসন্স উইথ ডিজএ্যাবিলিটিজ ইন্ বাংলাদেশ (পিএইচআরপিবিডি) প্রকল্পের আওতায় সেন্টার ফর ডিজএ্যাবিলিটি ইন্ ডেভেলপমেন্ট (সিডিডি) ও সিবিএম এর সহযোগিতায় উন্নয়ন সহযোগি সংস্থা সংগ্রামের আয়োজনে গত ২ ডিসেম্বর কলাপাড়া মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর মিলনায়তনে নারী ও শিশু নির্যাতন বিষয়ক আইন সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য স্টেক হোল্ডারদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অত্র অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহন করেন অ্যাপেক্সবডির সভাপতি সুমন দেউরী। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলাপাড়া উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা তাসলিমা আকতার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মো. ইদ্রিস আলম, প্রোগ্রাম অফিসার (ওসিসি), কলাপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স। আরও উপস্থিত ছিলেন ব্রাক, কোডেক, এডিডি ইন্টারন্যাশনাল সহ আইনী সহায়তা প্রদানকারী বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ এবং সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ, সাংবাদিক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ। উপজেলা পর্যায়ে সরকারি বেসরকারি কর্মকর্তাগণ তাদের বক্তব্যে তাদের অবস্থান থেকে নারী ও শিশু নির্যাতন ও শিশু সুরক্ষা বিষয়ে কাজ করার অঙ্গিকার ব্যক্ত করেন।

বিনামূল্যে সূর্যমুখি বীজ বিতরণ

আধুনিক পদ্ধতিতে মুগডাল চাষের মাধ্যমে উদ্যোক্তার আয়বৃদ্ধিকরণ শীর্ষক ভ্যালুচেইন উন্নয়ন প্রকল্প সম্প্রসারণের আওতায় ২৪ ডিসেম্বর ৫০ জন কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে সূর্যমুখি বীজ বিতরণ করা হয়। পাশাপাশি চাষের খরচ হিসেবে প্রত্যেককে ৩০০ টাকা নগদ প্রদান করা হয়। বীজ ও অনুদানের অর্থ প্রদান করেছেন পাথরঘাটা উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা জনাব ফারজানা তাসনিম। এসময় সংগ্রাম'র উপ-পরিচালক মো. মিজানুর রহমান মানিক, সংশ্লীষ্ট প্রকল্পের ভ্যালু চেইন ফেসিলিটেটর কৃষিবিদ মো. বেলাল হোসেন ও অন্যান্য কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্পটি পিকেএসএফ'র সহযোগিতায় সংগ্রাম পাথরঘাটা এলাকায় বাস্তবায়ন করছে।

ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

সংগ্রাম পিকেএসএফ'র সহযোগিতায় বরগুনা জেলার বামনা উপজেলার ডৌয়াতলা ইউনিয়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। এই কর্মসূচিতে একটি অন্যতম কর্মকান্ড হচ্ছে বৈকালিন শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র। ডৌয়াতলা ইউনিয়নে ৪০টি কেন্দ্র রয়েছে। এসকল কেন্দ্রে ১২০০ পড়ুয়া নিয়মিত সহায়তা নিয়ে থাকে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ণরত এসকল শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়ের পাঠ্য বিভিন্ন বৈকালিন শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের মাধ্যমে বিকাল বেলা নিবীড় তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে তৈরি করে দেয়া হয়। এই শিক্ষার্থীদের প্রণোদনা দেয়ার উদ্দেশ্যে ২৮ ডিসেম্বর ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বামনা উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব সাইতুল ইসলাম লিটু। সভাপতিত্ব করেন সংগ্রাম'র নির্বাহী পরিচালক চৌধূরী মোহাম্মদ মাসুম। বিশেষ অতিথি ছিলেন বামনা উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মো. আলতাফ হোসেন হাওলাদার ও ডৌয়াতলা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ মিজানুর রহমান। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সংগ্রাম'র উপ-পরিচালক মো. মিজানুর রহমান মানিক।

বিনামূল্যে চক্ষু ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

চক্ষু পরিক্ষারত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

সংগ্রাম সমৃদ্ধি কর্মসূচির স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি কার্যক্রমের আওতায় পিকেএসএফ'র সহযোগিতায় পাথরঘাটার হাতেমপুরে সংগ্রাম'র আয়োজনে ও ইস্পাহানী ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতালের উদ্যোগে ১০ ডিসেম্বর সংগ্রাম হেল্‌থ কেয়ার'র তত্ত্বাবধানে বিনামূল্যে চক্ষু ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সংগ্রাম'র উপ-পরিচালক মো. মিজানুর রহমান মানিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত চক্ষু ক্যাম্পের উদ্বোধনীতে প্রধান অতিথি ছিলেন সংগ্রামের নির্বাহী পরিচালক চৌধূরী মোহাম্মদ মাসুম। বিশেষ অতিথি ছিলেন সংগ্রাম হেলথ কেয়ার সেন্টারের এমবিবিএস ডা. মো. শাহাদাৎ হোসেন, ইস্পাহানী ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতালের ক্যাম্প সুপারভাইজার মো. মনির হোসেন। অত্র ক্যাম্পের মাধ্যমে ২২৫ জন রোগিকে সেবা দেয়া হয়। ৪৫ জন ছানি পড়া রোগিকে চোখে লেন্স বসানোর জন্য বরিশাল ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতালে পাঠানো হয়।

ফ্রি স্যানিটেরি ন্যাপকিন বিতরণ

গ্রামের কিশোরী কিংবা নারী মাসের বিশেষ সময়ে পরিচ্ছন্নতার সময়ে যাতে স্বাস্থ্যসম্মত থাকতে পারে সেই উদ্দেশ্যের আলেঅকে সংগ্রাম কৈশোর কর্মসূচির আওতায় এই প্রকল্পের মাধ্যমে ৫টি কিশোরী ক্লাবের সদস্যদের মাঝে ১২০ প্যাকেট স্যানিটেরি ন্যাপকিন বিতরণ করেছে। স্যানিটেরি ন্যাপকিন বিতরণের আগে এর উপকারিতা ও ব্যবহারবিধি নিয়ে কিশোরীদের সাথে দিন ব্যাপি ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়। সংগ্রাম'র কৈশোর কর্মসূচির আওতায় পিকেএসএফ'র সহযোগিতায় এই অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

কাকচিড়ায় আলু চাষে সুফলন ঋণ প্রদান

সংগ্রাম কাকচিড়াসহ বিভিন্ন শাখায় ৭৬০জন আলুচাষীকে ৩ (তিন) কোটি টাকা সুফলন ঋণ বিতরণ করেছে। বরগুনার পাথরঘাটা উপজেলার কাকচিড়াসহ আশপাশের এলাকায় বেশকিছু বছর যাবত সফলতার সাথে আলু চাষ হচ্ছে। কিন্তু বীজ ক্রয়ের মৌসূমে কৃষকের হাতে টাকা না থাকায় কৃষকরা বিপাকে পড়ে যায় এবং কেউ কেউ আলুচাষ থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হয়। সংগ্রাম এই এলাকায় বিভিন্ন শাখার মাধ্যমে এধরনের ক্ষুদ্র কৃষককে রবি মৌসূমে আলু চাষের জন্য স্বল্প সার্ভিস চার্জে এই ঋণ বিতরণ করে। ঋণ প্রদানের আগে কৃষকদের উদ্দেশ্যে অর্ধদিন ব্যাপি চাষ পদ্ধতির উপর ওরিয়েন্টেশন প্রদান করেন সংগ্রামের কৃষিবিদ মো. বেলাল হোসেন ও সমৃদ্ধি কর্মসূচির ডৌয়াতলা ইউনিয়ন সমন্বয়কারি কৃষিবিদ মো. জাকির হোসেন। ঋণ বিতরণ বিষয়ক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগ্রামের নির্বাহী পরিচালক চৌধূরী মোহাম্মদ মাসুম। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সৈয়দ ফজলুল হক ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ মো. জিয়াউল করিম। উপস্থিত থেকে ঋণ বিতরণ করেন সংগ্রাম'র ঋণ বিভাগের পরিচালক মো. হুমায়ুন কবির, অর্থ বিভাগের পরিচালক রেশমাতুজ্জামান, মানব সম্পদ বিভাগের পরিচালক চৌধূরী মোহাম্মদ মঈন, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক ফয়সাল আহম্মদ প্রমুখ।

সুফলন ঋণ প্রদান করছেন সংগ্রাম'র নির্বাহী পরিচালক

বামনায় দুস্থ প্রবীণদের মাঝে কম্বল বিতরণ

বরগুনার বামনা উপজেলার ৮০জন দুস্থ প্রবীণের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। ২৫ নভেম্বর ডৌয়াতলা ইউনিয়ন বৈকালিন বাজারে এই কম্বল বিতরণ করা হয়। বামনা উপজেলার ডৌয়াতলা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মিজানুর রহমান এই কম্বল বিতরণ করেন। এ সময় সংগ্রাম'র নির্বাহী পরিচালক চৌধূরী মোহাম্মদ মাসুম, সংগ্রাম'র উপ-পরিচালক মো. মিজানুর রহমান মানিক, ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যবৃন্দ, সংশ্লীষ্ট প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। পিকেএসএফ'র সহযোগিতায় সংগ্রাম বাস্তবায়িত প্রবীণ জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় শারীরিকভাবে নাজুক ও বঞ্চিতদের বিশেষ সহায়তা হিসেবে এই কম্বল বিতরণ করা হয়।

বিনামূল্যে স্বাস্থ্য ক্যাম্প

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় পাথরঘাটা ইউনিয়নকে ১০০ ভাগ দারিদ্রমুক্ত করণের লক্ষে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর সহায়তায় সমৃদ্ধি কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর একটি প্রধান কম্পোনেন্ট হচ্ছে স্বাস্থ্য। এই কর্মসূচির সদস্যদের বিশেষ চাহিদার আলোকে উচ্চতর চিকিৎসার সুযোগ তৈরির জন্য ঢাকা থেকে আগত বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের মাধ্যমে ২১ ডিসেম্বর বিনামূল্যে স্বাস্থ্য ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। পাথরঘাটার হাতেমপুরে সংগ্রাম হেল্‌থ কেয়ার সেন্টারে আয়োজিত এই চিকিৎসা ক্যাম্পে ঢাকাস্থ আল রাজী হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক চর্ম ও যৌন রোগ বিশেষজ্ঞ ডা. এএসএম দিদারুল আহসান, গাইনী ও প্রসূতি ডাক্তার চৌধূরী ফাতেমা কবীর ও সংগ্রাম হেলথ কেয়ার সেন্টারের এমবিবিএস ডা. মো. শাহাদাৎ হোসেন চিকিৎসা প্রদান করেন। এই ক্যাম্পের মাধ্যমে পাথরঘাটা ইউনিয়নের ১৬৪ জন রোগিকে উচ্চতর সেবা প্রদান হয়।

দুস্থদের মাঝে কম্বল, বয়স্ক ভাতা, মৃত্যু সৎকার অনুদান প্রদান

পিকেএসএফ'র সহযোগিতায় সংগ্রাম পাথরঘাটা ইউনিয়নের শারীরিক-ভাবে নাজুক ও বঞ্চিতদের বিশেষ সহায়তা হিসেবে ৮০জন দুস্থ প্রবীণের মাঝে কম্বল বিতরণ করেছে। পাশাপাশি প্রবীণ জনগোষ্ঠিন জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির ১০০ জন প্রবীণকে প্রতি মাসের মতো নভেম্বর মাসের বয়স্ক ভাতা দেয়া হয়েছে। একই সময়ে অসহায় প্রবীণ মৃত্যুবরণ করায় তাদের ধর্মীয় কাজে (মৃত্যু সৎকার) সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে তার পরিবারকে ২ হাজার টাকা করে ৫জনকে ১০,০০০ টাকা অনুদান প্রদান করেছে।

৩০ নভেম্বর সংগ্রামে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে সংগ্রাম'র নির্বাহী পরিচালক চৌধূরী মোহাম্মদ মাসুম, সংগ্রাম'র উপ-পরিচালক মো. মিজানুর রহমান মানিক, সংগ্রাম হেল্‌থ কেয়ার সেন্টারের ডা. মো. শাহাদৎ হোসেন, পাথরঘাটা ইউনিয়নের ইউপি সদস্য মো. শাহ আলম খান ও নূরুল আমীন দুলাল উপস্থিত থেকে এই সহায়তা প্রদান করেন।

পরোপকারি ডাক্তার ইব্রাহিম

মোঃ ইব্রাহিম খলিল, বয়স-৪২ বছর। গ্রামের নাম বাইশাখোলা, পোঃ ছোট বালিয়াতলী, উপজেলা কলাপাড়া, জেলা পটুয়াখালী। পিতার নাম আবদুল মোতালেব হাওলাদার মাতার নাম আলেয়া বেগম। তিনি শারীরিক প্রতিবন্ধী। পা চিকন এবং মেরুদন্ডে সমস্যা। এ সমস্যার কারনে সে খুড়িয়ে খুড়িয়ে হাটে। তিনি এসএসসি পাশ করেছেন। বর্তমানে একজন গ্রাম ডাক্তার হিসেবে স্থানীয় মানুষের সেবা দিয়ে থাকেন এবং বালিয়াতলী চৌরাস্তায় ঔষধ বিক্রির একটি ছোট্ট ফার্মেসী আছে।

আজ থেকে ২৭ বছর আগের কথা। ইব্রাহিমের পরিবার নিম্নবিত্ত। বাবা প্রান্তিক কৃষক। সামান্য জমিজমা চাষের পাশাপাশি চৈত্রমাসে তার বাবা তালগাছ থেকে রস সংগ্রহ করে গুড় তৈরি করতো। ইব্রাহিম এই কাজে বাবাকে সহযোগিতা করতো। ১৭ বছর বয়সের সময় একদিন তালগাছ থেকে রস সংগ্রহ করার সময় হঠাৎ ইব্রাহিম তালগাছ থেকে পরে যায়। যদিও তিনি বেঁচে গিয়েছিলেন কিন্তু কোমরে বড় ধরনের চোটের কারনে প্যারালাইজড হয়ে যান।

ইব্রাহিম বেশিরভাগ সময় বিছানায় কাটাতো। নির্জিবের মত অলস সময় পার করতে গিয়ে তার মাথায় বিভিন্ন স্বপ্ন ঘুরপাক খাচ্ছিল। সমাজের মানুষের সেবা করার প্রবল ইচ্ছা তাকে ঘর থেকে বাইরের দুনিয়ায় বের করে। এটাসেটা চেষ্টা করার পর একসময়ের ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট ইব্রাহিম ২০০৩ সনে বাংলাদেশ গ্রাম ডাক্তার সমিতির আওতায় কলাপাড়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পল্লী চিকিৎসার উপর এক মাসের প্রশিক্ষণ গ্রহন করেন। পটুয়াখালীর সিভিল সার্জন তাকে সনদপত্র প্রদান করেন।

এবারে স্থানীয় মানুষের সেবার ব্রত নিয়ে তিনি বাড়ি বাড়ি গিয়ে অসুস্থ রোগিদের সেবা করা শুরু করেন বিনা পারিশ্রমিকে। বিশেষ করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের।

সিডিডি'র সহযোগিতায় স্থানীয় বাস্তবায়নকারী সংস্থা সংগ্রাম'র মাধ্যমে ২০১০ সনে মিঠাগঞ্জ এলাকায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য পরিচালিত পিএইচআরপিবিডি প্রকল্প শুরু হয়। ৫ জুন ২০১০ তারিখে মিঠাগঞ্জ এলাকায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে মিঠাগঞ্জ প্রতিবন্ধী স্বসংগঠন। শুরু হয় তার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকারের আন্দোলন। ১৫জন নারী-পুরুষের এই স্বসংগঠনটিতে নিজেই সভাপতি নির্বাচিত হন। সিডিডি থেকে বিভিন্ন সচেতনতামূলক বার্তা নিজে গ্রহন করে স্বসংগঠনের সকলের মধ্যে তা ছড়িয়ে দেন। সমাজে, ইউনিয়ন পরিষদে, বিচার-শালিসে, সরকারি নিরাপত্তাবেস্টনী কর্মকান্ডে, স্কুলের কমিটিতে, স্থানীয় সামাজিক উদ্যোগে এখন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভূক্তি একটি বড় রকমের সামাজিক ইতিবাচক পরিবর্তন এনে দেয়। এর মূল নিয়ামক ইব্রাহিম খলিল।

ইব্রাহিমের লেখাপড়ার খুব ইচ্ছা ছিলো কিন্তু দুর্ঘটনা তার সেই স্বপ্ন পূরণ হতে দেয়নি তাই তার স্বপ্ন অন্যদের মাধ্যমে বাস্তবায়নের জন্য সে তার বাড়িতে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এলাকায় আর কোন স্কুল না থাকায় অল্প দিনেই তার স্কুলটি সরকারি হয়ে যায়।

চিকিৎসার মাধ্যমে এলাকায় কল্যাণের প্রভাব, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুনাম আর প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠন তৈরি ও তাদের জোট বেধে প্রতিবন্ধী মানুষের অধিকার আদায়ের কর্মকান্ড জোড়দার হলে ইব্রাহিম ও তার স্বসংগঠন ইউনিয়নে এক নামে পরিচিত হয়ে ওঠে।

ইব্রাহিম তার চিকিৎসা প্রদানের কারো কাছ থেকে ব্যবস্থাপত্রের জন্য অর্থ গ্রহন করেন না। নিরলস প্রচেষ্টাই তার এই সফলতা এনে দিয়েছে। ইব্রাহিম উদার মনের মানুষ, সুনাম নিয়েও সে ভাবেনা। মানুষের কল্যাণে সে বড় তৃপ্তি পায়। শত সমস্যায়ও তার মুখ সর্বদা হাসিখুশি। ক্ষুদ্র পরিসরে জন্ম নিয়ে প্রতিবন্ধী ইব্রাহিম খলিল মিঠাগঞ্জ ইউনিয়নে প্রতিবন্ধীবান্ধব সমাজ বিনির্মানে সক্ষম হয়েছে। কল্যাণ বিলিয়ে মানুষের অন্তরে স্থান করে নিয়েছে 'পরোপকারি ডাক্তার ইব্রাহিম'।

পিকেএসএফ'র উন্নয়ন মেলায় সংগ্রাম'র স্টল

৩ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা

তরমুজ চাষে সুফলন ঋণ প্রদান

কৃষকদের মাঝে সুফলন ঋণ বিতরণ করছেন সংগ্রাম'র পরিচালক (অর্থ) রেশমাতুজ্জামান

সংগ্রাম আমতলী এলাকায় ৩২০জন তরমুজ চাষীকে ৩ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা সুফলন ঋণ বিতরণ করেছে। এসকল চাষীর বেশীরভাগ উপকূলের বেলে মাটিতে তরমুজ চাষ করে থাকে। তরমুজ চাষে প্রাথমিক খরচ অনেক। বিশেষ করে সেচের মাধ্যমে নিয়মিত পানি পাওয়ার যথেষ্ট সঙ্কট রয়েছে। বিধায় খরচ আরো বেড়ে যায়। মৌসূমের শুরুতে তাই এই প্রান্তিক চাষীদের ঋণ গ্রহন করে তরমুজ চাষ শুরু করতে হয়। সংগ্রাম তাদেরকে স্বল্প সার্ভিস চার্জে অর্থ সুবিধা তাদের হাতে পৌছে দিয়েছে।

ঋণ প্রদানের প্রাক্কালে কৃষকদের তরমুজ চাষ ও সেচ ব্যবস্থার উপর ওরিয়েন্টেশন প্রদান করেন সংগ্রামের কৃষিবিদ মো. বেলাল হাসেন। ঋণ বিতরণ বিষয়ক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগ্রামের আমতলী এরিয়ার এরিয়া ম্যানেজার মো. সেলিম রেজা। প্রধান অতিথি হিসেবে ঋণ বিতরণ করেন সংগ্রাম'র অর্থ বিভাগের প্রধান রেশমাতুজ্জামান। বক্তব্য রাখেন সংগ্রাম'র ঋণ বিভাগের পরিচালক মো. হুমায়ুন কবির, প্রশিক্ষণ বিভাগের প্রধান মো. মাসউদ সিকদার। অনুষ্ঠানটি আয়োজন করেন সংগ্রাম আমতলী শাখা ব্যবস্থাপক বেবী দত্ত।

বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে র‍্যালি ও আলোচনা সভা

পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়ার উপজেলার বালিয়াতলী ইউনিয়নে বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে র‍্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১০ অক্টোবর সকাল ১১টায় বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে মেনহাজপুর হাক্কানী নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় হতে চৌরাস্তা পর্যন্ত র‍্যালী হয়। র‍্যালীতে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও মেনহাজপুর হাক্কানী নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহন করে। র‍্যালী শেষে মেনহাজপুর হাক্কানী নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পিএইচআরপিবিডি প্রকল্পের অ্যাপেক্সবডির সভাপতি সুমন দেউরী। প্রধান অতিথি ছিলেন মেনহাজপুর হাক্কানী নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ আশরাফউজ্জামান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উক্ত স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য জনাব মতিউর রহমান। বক্তব্য রাখেন এপেক্স বডির মো. ইব্রাহিম খলিল, সংগ্রাম'র মো. মাসউদ সিকদার, সিডিআরপি মো. রাজন হাওলাদার ও অন্যান্যরা। উপস্থিত ছিলেন স্থনীয় পর্যায়ের বিভিন্ন সাধারণ জনগণ এবং স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী। পিএইচআরপিবিডি (প্রমোশন অব হিউম্যান রাইটস অব পারসনস উইথ ডিজএ্যাবিলিটি ইন বাংলাদেশ) প্রকল্পের সহযোগিতায় ও সংগ্রামের আয়োজনে এই দিবসটি উদযাপিত হয়।

আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস উদযাপন

কলাপাড়ায় ১৩৩ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জোট অ্যাপেক্সবডি প্রত্যন্ত এলাকায় আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস উদযাপন করেছে। 'অভিগম্য আগামীর পথে'-এই শ্লোগানে মুখর করেছে ছোট বালিয়াতলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। সাথে মিলিত হয়ে এই শ্লোগানে কণ্ঠ মিলিয়েছে এই স্কুলের একশত পাঁচ জন পড়ুয়া। এই দিবসের আয়োজনে ধারণা পেয়েছে এই শিশুরা।

আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবসের আলোচনা সভা

৫ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার ৯ টায় আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস উদযাপন উপলক্ষে র‍্যালী বের হয়ে এলাকার বিভিন্ন কাঁচা রাস্তা প্রদক্ষিণ করে ছোট বালিয়াতলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আলোচনা সভায় মিলিত হয়। অত্র অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে আসন গ্রহন করেন আপেক্সবডির সাবেক সভাপতি ইব্রাহিম খলিল। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বালিয়াতলী ইউনিয়ন পরিষদের ইউপি সদস্য সাইমুন রহমান ইসমাইল। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ছোট বালিয়াতলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ শামসুল আলম ও সহকারি শিক্ষক মোসাম্মাৎ হানি আক্তার। আরও উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বসংগঠনের নেতৃবৃন্দ, স্থনীয় পর্যায়ের বিভিন্ন শ্রেণিপেশার নেতৃবৃন্দ, সাধারণ জনগণ এবং স্কুল ছাত্র-ছাত্রী।

কলাপাড়া এলাকায় প্রমোশন অব হিউম্যান রাইটস্ অব পারসন্স উইথ ডিজএ্যাবিলিটিজ ইন্ বাংলাদেশ (পিএইচআরপিবিডি) প্রকল্পের আওতায় সেন্টার ফর ডিজএ্যাবিলিটি ইন্ ডেভেলপমেন্ট (সিডিডি) ও সিবিএম এর সহযোগিতায় উন্নয়ন সহযোগি সংস্থা সংগ্রামের আয়োজনে এই দিবসটি পালিত হলো।

পাথরঘাটার চরদুয়ানীতে

ঘূর্নিঝড় প্রস্তুতিমূলক মাঠ মহড়া অনুষ্ঠিত

পাথরঘাটা উপজেলার চরদুয়ানী মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে তৃণমূল জনগোষ্ঠির অংশগ্রহনে ঘূর্নিঝড় প্রস্তুতিমূলক মাঠ মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৬ ডিসেম্বর প্রায় ৪০০-৫০০ দর্শকের উপস্থিতিতে মহড়াটি অনুষ্ঠিত হয়। কোডেক ও অক্সফামের সহযোগিতায় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা সংগ্রাম'র এলনা প্রকল্পের আয়োজনে মহড়ার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বরগুনা ফায়ার সার্ভিসের উপ-সহকারি পরিচালক দেওয়ান সোহেল রানা। এসময় উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা মো. নজরুল ইসলাম, চরদুয়ানী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি মো. নূরুল ইসলাম, প্রধান শিক্ষক মো. হাবিবুর রহমান।

মাঠ পরিচালনা করেন সিপিপি টিম লিডার মো. হারুন অর রশিদ জোমাদ্দার ও নাট্য ব্যক্তি বরগুনার বাবুল সাহা। চরদুয়ানী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৩৪জন শিক্ষার্থী এই মহড়ায় অভিনয় করেন। সাউন্ড প্রদান করেন চরদুয়ানীর মোল্লা ডেকোরেটর এ্যান্ড সাউন্ড লাইটিং, পানি সরবরাহ ও প্রক্ষেপণে সহযোগিতা করে পাথরঘাটার ফায়ার সার্ভিস, অবকাঠামো তৈরিতে সহযোগিতা করেন সিপিপি ও সংগ্রাম। মহড়া শেষে দর্শক মতামত প্রকাশ করেন চরদুয়ানী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক মো. রফিকুল ইসলাম, স্থানীয় বাসিন্দা শিরিনা আক্তার, ছাত্রী নুসরাত জাহান ও দোকানদার মাকসুদ মোল্লা। পরে বিজয়ীদের মাঝে পুরুস্কার বিতরন করা হয়।

বিশ্ব সাদা ছড়ি দিবস

১৫ অক্টোবর সকাল ১০ ঘটিকায় বিশ্ব সাদা ছড়ি দিবস উপলক্ষে ছোট বালিয়াতলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ও অতিথিদের উপস্থিতিতে শোভাযাত্রা পরিচালনা করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পিএইচআরপিবিডি প্রকল্পের অ্যাপেক্সবডির সভাপতি সুমন দেউরী। প্রধান অতিথি ছিলেন ইউপি সদস্য সাইমুন রহমান ইসমাইল। বিশেষ অতিথি হিসেবে আসন গ্রহন করেন অত্র স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য জনাব মোঃ আশরাফুল আলম।

আলোচনা সভার শুরুতে পিএইচআরপিবিডি প্রকল্পের কমিউনিটি মোবিলাইজার সাওদা আকতার বিশ্ব সাদা ছড়ি দিবস উপলক্ষে বিস্তারিত আলোচনা করেন। কন্টাক্ট পারসন জনাব মো. মাসউদ সিকদার দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও তাদের সাথে অন্যদের করনীয় সম্পর্কে আলোচনা করেন। বক্তব্য রাখেন এপেক্স বডির সভাপতি মোঃ ইব্রাহিম খলিল ও সহকারী শিক্ষক মোসা. হানি আক্তার। আলোচনা সভায় ৪৪ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অংশ নেয়। এদের মধ্যে ১৩ জন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী। সভাপতির বক্তব্যে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি চলাচলের জন্য সাদা ছড়ি ও মানুষের সহযোগিতা বিষয়ে আলোকপাত করেন ও ইউনিয়ন পরিষদ থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করার আশ্বাস দেন।

দক্ষিণের কৃষকরা উত্তরের কৃষি ক্ষেতের অভিজ্ঞতা অর্জন

পাথরঘাটার শুশীল ঢালী বলেন, 'আমরা এতো প্রজাতির গাছ এক জায়গায় দেখবো ভাবতে পারিনি। এখানে অনেক গাছ আছে যার নাম শুনেছি আর প্রথম দেখলাম। আবার এমন গাছ আছে যার নামই প্রথম শুনলাম। এটা আমাদের কাছ একটি ব্যতিক্রমি শিক্ষা সফর। এখানে আসতে পেরে আমাদের অনেক উপকার হয়েছে। বিষমুক্ত সবজি চাষ সম্পর্কে জানলাম।'

ধামরাই উপজেলা সদরের ঘোড়াকান্দি গ্রামের আবুল হোসেন ও বাসনা গ্রামের মোন্তাজ উদ্দিনের বিষমুক্ত কৃষি খামার সফরে যায় সংগ্রাম'র ২০ সদস্য'র একটি টিম। এদের মধ্যে ১৫জন সংগ্রাম বাস্তবায়িত আধুনিক পদ্ধতিতে মুগডাল চাষের মাধ্যমে উদ্যোক্তার আয়বৃদ্ধিকরণ শীর্ষক ভ্যালুচেইন (পেস) প্রকল্পের দলনেতা কৃষক। গত ৫ জানুয়ারি এই টিম ধামরাই সোসাইটি ফর ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভস্ (এসডিআই) এর সফল উদ্যোগী কৃষকের ব্যতিক্রমী চাষ পদ্ধতি পরিদর্শনে যায়। সেখানে তাঁরা শীতকালিন দেশ-বিদেশের সবজি, জীবানু সার উৎপাদন ও ব্যবহার, জৈবসার প্রয়োগ প্রণালী, জৈব কীটনাশক তৈরি ও ব্যবহার, বীজ ব্যাংক, এলাকার মাটির গঠন, বিভিন্ন প্রকার বন্ধু পোকা-শত্রু পোকা, কৃষকের ব্যবহৃত বিভিন্ন সময়ের উপকরণ ঘুরে ঘুরে দেখে। কৃষক আবুল হোসেন ও মোন্তাজ উদ্দিন এসকল বিষয়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। সংগ্রাম কর্তৃক শিক্ষা সফরের নেতৃত্ব দেন সংগ্রাম'র পেস প্রকল্পের ফোকাল পারসন চৌধূরী মোহাম্মদ মঈন।

পরিদর্শনরত পেস প্রকল্পের কৃষকবৃন্দ

বরগুনায় উপমহাদেশের সর্ববৃহৎ জোছনা উৎসব উদযাপন

বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে ১২ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার রাতে বরগুনার তালতলী উপজেলার নয়নাভিরাম শুভসন্ধ্যা সমুদ্র সৈকতে উদযাপিত হয়েছে উপমহাদেশের সর্ববৃহৎ জোছনা উৎসব। পঞ্চমবারের মতো এ উৎসবের আয়োজন করে বরগুনা জেলা প্রশাসন। উৎসবে অর্ধ লক্ষাধিক জোছনাপ্রেমী অংশ নেন।

জোছনা উৎসব'র উদ্বোধন করছেন বরগুনার জেলা প্রশাসক জনাব মোস্তাইন বিল্লাহ

বরগুনার প্রধান তিনটি নদী পায়রা, বিষখালী ও বলেশ্বর যেখানে সাগরে মিশেছে ঠিক সেখানেই তালতলী উপজেলার স্নিগ্ধ বেলাভূমি শুভসন্ধ্যা সমুদ্র সৈকত। একদিকে সীমাহীন সাগর, আরেকদিকে বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট টেংরাগিড়ি। সবমিলিয়ে নদ-নদী আর বন-বনানীর এক অপরূপ সমাহার-শুভসন্ধ্যা সৈকত। এখানেই দিনব্যাপি জলজোছনায় একাকার হয় জোছনাবিলাসী অর্ধলক্ষ মানুষ।

বেলা ১১টায় বরগুনা নৌ-বন্দরে আনুষ্ঠানিকভাবে এ জোছনা উৎসবের উদ্বোধন করেন বরগুনার জেলা প্রশাসক মোস্তাইন বিল্লাহ।

পর্যটন শিল্পের অপার সম্ভাবনাময় বরগুনার নয়নাভিরাম সৌন্দর্যকে দেশ বিদেশের পর্যটকদের কাছে তুলে ধরতে প্রতিবছর এ উৎসবের আয়োজন করা হয়।

দুপুর আড়াইটায় শুভসন্ধ্যা পৌঁছে সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীত পরিবেশনার মধ্য দিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বরগুনা-১ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য অ্যাড. ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু। এরপর উন্মুক্ত সৈকতে দলীয় নৃত্যের মধ্য দিয়ে শুরু হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

এ উৎসবকে ঘিরে আয়োজন করা হয় দেশীয় খেলাধুলা, বাউল গান, পুঁথি পাঠ, পুতুল নাচ, যাদু প্রদর্শনী, যাত্রাপালা, হয়লা গান, রাখাইন নৃত্যসহ আনন্দ বিনোদনের নানা কর্মসূচি। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষে ফানুস উড়িয়ে এবং দ্বীপালী ভাসিয়ে এ উৎসবের সমাপনী ঘোষণা করেন বরিশাল বিভাগীয় কমিশনার মুহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরী।

উৎসব উপলক্ষে শুভসন্ধ্যা সৈকতকে বর্ণাঢ্য সাজসজ্জায় সজ্জিত করা হয়। উৎসবস্থলকে ঘিরে নেয়া হয় বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

উল্লেখ্য, স্থানীয় সাংবাদিক সোহেল হাফিজের উদ্যোগে ২০১৫ সাল থেকে জেলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সাংবাদিক অঙ্গনের একদল জোছনাপ্রেমী মানুষ বরগুনার বিষখালী নদীর মোহনায় এ জোছনা উৎসবের শুরু করে। এরপর থেকে প্রতিবছরই জোছনা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এতে বাড়তে থাকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যাও। ২০১৮ সাল থেকে বরগুনা জেলা প্রাসনের উদ্যোগে এ উৎসবটি আরও বড় পরিসরে পালিত হচ্ছে।

পিকেএসএফ'র উন্নয়ন মেলায় সংগ্রাম'র স্টল

সংগ্রাম'র স্টল-এ পিকেএসএফ'র কর্মকর্তাগণ এবং সংগ্রাম'র প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক

রাজধানীর আগারগাঁও-এ গত ১৪ নভেম্বর থেকে ২০ নভেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত পিকেএসএফ উন্নয়ন মেলায় সংগ্রাম অংশ নিয়েছে। উপকূলের প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রান্তিক ক্ষুদ্র উৎপাদকের উৎপাদিত পণ্য প্রদর্শনী ও বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সংগ্রাম এই মেলায় অংশ নেয়। সংগ্রাম স্টল নম্বর ছিলো ১৬৭।

সংগ্রাম স্টলে উল্লেখযোগ্য পণ্য হচ্ছে কেওড়ার আচার, বিষমুক্ত শুটকি, তালের আঁশের টুপি, বরগুনা এলাকার বিখ্যাত বইই ধানের হাতে ভাজা মুড়ি, হস্তশিল্প পণ্য, তালতলীর রাখাইনদের তৈরি বিভিন্ন পণ্য। সংগ্রাম স্টলে বারি মুগ-৬ এর তৈরি মুগডাল স্প্রাউট দিয়ে অতিথিদের আপ্যায়ন করানো হয়। সাতদিনে সংগ্রাম স্টলে ১ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকার পণ্য বিক্রয় হয়। পাশাপাশি মুড়ি ও কেওড়া আচার ক্রয়ের লিংকেজ স্থাপিত হয়। সংগ্রাম স্টলটি পিকেএসএফ'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, স্টলে আগত দাতাসংস্থা প্রধান, অভিনেতাসহ অনেকে পরিদর্শন ও পণ্য ক্রয় করেন। স্টল পরিদর্শনে অতিথিবৃন্দ উপস্থাপিত পণ্যের তৈরিকারক উদ্যোক্তাদের খোঁজ-খবর নেন এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা এসকল পণ্য দেশের অন্যান্য এলাকায় ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানান। পিকেএসএফ বুলেটিনেও সংগ্রাম স্টল বিশেষ স্থান দখল করে নেয়।

-এরপর ৫ পৃষ্ঠায় দেখুন

প্রধান পৃষ্ঠপোষক ঃ চৌধুরী মোহাম্মদ মাসুম, **নির্বাহী সম্পাদক ঃ** চৌধুরী মোহাম্মদ মুনীর, **সম্পাদক ঃ** মোঃ মাসউদ সিকদার, **সহসম্পাদক ঃ** চৌধুরী মোহাম্মাদ মঈন
ইনফরমেশন সেল, সংগ্রাম, শহীদ স্মৃতি সড়ক, বরগুনা থেকে প্রকাশিত। ফোন ঃ +৮৮ ০৪৪৮ ৬২৮২৮
E-mail: sangramngo@yahoo.com, Facebook: facebook.com/ngosangram, Website: www.sangram.ngo